بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জুন, ২০১৫ মোতাবেক ১২ এহসান, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

"স্মরণ রেখ! সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় মানুষের দোয়ায় রত থাকা উচিত। আর দ্বিতীয়তঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (সূরা আয্ যোহা: ১১)-এর উপর আমল করা উচিত।" তিনি (আ.) বলেন: "খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা বর্ণনা করা উচিত। এর ফলে খোদার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর এতায়াত ও আনুগত্যের জন্য এক বিশেষ আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।" **[তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪৯, আল্ হাকাম পত্রিকা, ১০ এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ. ১-২, ৭ম খণ্ড, ১৩তম সংখ্যা]**

যুগ-খলীফার বিভিন্ন পরিদর্শন ও সফরের ঐশী কল্যাণরাজি

আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির বিভিন্ন দৃশ্য আমরা প্রতিদিনই দেখি। এসব কৃপার দর্শন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং নিয়ামতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হওয়া উচিত এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু **আমি যখন সফরে বা পরিদর্শনে যাই, তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বা কৃপা কয়েক গুণ বর্ধিতাকারে প্রকাশ পায়**। অনুষ্ঠানসমূহকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে আশিসমণ্ডিত করেন। আর তবলীগ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী অগণিত মানুষের কর্ণগোচর হয় এবং মানুষের উপর এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে। সম্প্রতি, আমি যখন জার্মানি সফরে যাই, যদিও জার্মানির বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমনসব অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করে দেন, যা ইসলামের সত্যিকার পরিচিতি এবং শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যম হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের সর্বাবস্থায় দোয়া করতে থাকা উচিত। নিঃসন্দেহে এটি ছাড়া আমাদের জন্য একটি পদক্ষেপ নেয়াও সম্ভব নয়। বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা সেই তৌফিক দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, দোয়ার পাশাপাশি যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয় বা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে যদি আমাদের দোয়া ও প্রচেষ্টার চেয়ে বহুগুণ বর্ধিত অনুগ্রহ দান করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজিকে পূর্বের চেয়ে সমধিক স্মরণ করা এবং তা বর্ণনা করা প্রয়োজন। আর এ বিষয়টিই মু'মিনদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি

গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাঁর এতায়াত এবং আনুগত্যের এক প্রেরণা বা উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় যেন এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজি আরো বৃদ্ধি পায়।

অতএব জার্মানির জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হয়েছে আর **ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী এ দিনগুলোতে ব্যাপক পরিসরে এবং বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়েছে,** এটি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব নিয়ামতের উল্লেখ করা উচিত। আর বিশেষ করে জার্মানি জামা'তের অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং এই অনুগ্রহরাজির জন্য আল্লাহ্ তা'লার সকাশে কৃতজ্ঞতাভরে আরো বেশি বিনত হওয়া উচিত যেন তাঁর অনুগ্রহের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ্ তা'লার আশিস বা কৃপা ছাড়া মানুষের হৃদয়ে আসন করে নেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ব্যতিরেকে মানুষ অন্যের মন জয় করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা না থাকলে মানুষ শত চেষ্টা করলেও কোন বার্তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় সুবক্তাদের বক্তৃতাও কোন প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু সাদামাটা একটি সহজ ও বোধগম্য বক্তৃতাও মানুষকে প্রভাবিত করে। অতএব, এই দৃশ্য আমরা জলসায় দেখেছি। যেসব অ-আহমদী অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের অভিব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখন আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে এর উল্লেখ করছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পূর্ব ইউরোপ এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকেই জার্মানিতে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন। অনেক অ-আহমদী এবং অমুসলমানরাও আহমদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সত্য জানার জন্য চলে আসেন। এরপর তাদের হৃদয়ে এমন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে যে, তারা বয়আত করে যুগ-ইমামের দাসদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

এ বছরও জার্মানির বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণের জন্য মেসিডোনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, লাটভিয়া, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, লিথুনিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়া থেকে প্রতিনিধি দল এসেছিল। অনুরূপভাবে, প্রতিবেশী ইউরোপিয়ান দেশ বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন, ইতালি থেকেও নতুন বয়আতকারী এবং অ-আহমদী অতিথিবৃন্দ এসেছিলেন। অনুরূপভাবে, জার্মানিতে বসবাসকারী রাশিয়ান দেশগুলোর আহমদী এবং অ-আহমদীরাও এবং অনুরূপভাবে তুরস্ক থেকেও আহমদী এবং অ-আহমদী বন্ধুরা বড় সংখ্যায় জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের সবার সাথে সাক্ষাতও হয়েছে, প্রশ্নোত্তর অধিবেশনও হয়েছে। তাদের কয়েক জনের মতামত এবং অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

আলবেনিয়া থেকে ১৬ জন এসেছিলেন। তাদের দু'জন জলসার কার্যক্রম দেখে বয়আতও করেছেন। এক বন্ধু আরভিন জিপা (Ervin Xhepa) সাহেব স্বস্ত্রীক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের উভয়ই আইন পেশার সাথে যুক্ত। তিনি নিজে আহমদী, কিন্তু তার স্ত্রী জলসায় অংশগ্রহণের

পূর্বে আহমদী ছিলেন না। আলহামদুলিল্লাহ্, জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সাক্ষাতের পর তিনিও বয়আত করেন। তিনি বলেন, জলসার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, যাতে তিনি ভালোবাসা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত দেখেছেন। তার হৃদয় এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার স্বামী, যিনি উকিল, আমাকে অনেক তবলীগ করেছেন, আর দীর্ঘদিন ধরে আহমদীয়াতের সৌন্দর্য আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু আজ আমি নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করছি। সাক্ষাতের সময়ও তিনি অঝোরে কাঁদছিলেন। বয়সও যে খুব একটা বেশি তা কিন্তু নয়, বরং তিনি যুবতী। আর যুব সমাজের মাঝেও সত্যিকার ইসলামকে চেনার প্রতি মনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপর এক বন্ধু হলেন, ইব্রাহীম তুর্শিল্লা (Ibrahim Turshilla) সাহেব। সাক্ষাতের সময় তিনি ঘোষণা করেন, আমিও আহমদীয়াত গ্রহণ করছি, আর তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও আজ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আমি জামা'তভুক্ত হচ্ছি এবং এটি আমার একেবারে যথার্থ সিদ্ধান্ত।

কসোভো থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন তার নাম হল, এ্যাগ্রোন (Agron) সাহেব। তিনি বলেন, আমি গত বছরও জলসায় এসেছিলাম কিন্তু এবারের ব্যবস্থাপনায় গত বছরের তুলনায় অসাধারণ ব্যাপকতা এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এই বিস্তৃতি এবং উন্নতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই হচ্ছে। আর এ বিষয়টি ব্যবস্থাপকদেরকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করার ক্ষেত্রে সমধিক ভূমিকা রাখা উচিত এবং কৃতজ্ঞতাবোধ আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

মেসিডোনিয়া থেকে ৬২ জনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। তাদের মাঝে ১৪ জন খ্রিষ্টান ছিলেন এবং ২৭ জন অ-আহমদী মুসলমান ছিলেন, আর এরা প্রায় দু'হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ ৩৬ ঘন্টার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছেন। তাদের মাঝে দু'টো টেলিভিশন চ্যানেলের দু'জন সাংবাদিকও ছিলেন। তারা নিজেদের ক্যামেরায় বিভিন্ন দৃশ্যও ধারণ করেছেন এবং অনেকের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। তারা বলেন, সেখানে গিয়ে আমরা একটি প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলে তা দেখাব।

মেসিডোনিয়া থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, জলসায় যোগদান করে এর বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। জলসার ব্যবস্থাপনার কাজ এমন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কাছেই এ কাজ সহজসাধ্য নয়, বরং আমি বলব, পৃথিবীর একটি বড় দেশও এই মানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে না।

এরপর মেসিডোনিয়ার এক ভদ্রলোক বলেন, জীবনে প্রথমবার এত ভালো লোকদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এখান থেকে আমি ইসলামের যে বাণী পেয়েছি তা-ই আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন দেয়ালে আপনাদের যে বাণী লেখা আছে, তা শুধু শব্দসর্বস্ব নয়, বরং

আপনারা সত্যিকার অর্থেই এগুলো মেনে চলেন। আর এগুলো আমার হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

মেসিডোনিয়া থেকেই আরেকজন অতিথি হলেন টনি (Toni) সাহেব। তিনি বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু এটি সবচেয়ে ভালো অনুষ্ঠান ছিল। সবকিছুই খুবই সুন্দরভাবে আয়োজন করা হয়েছে। এখানে শৃঙ্খলা ছিল। যে কথাটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তাহল, খোদার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। এখানে সবার মাঝে সহনশীলতা রয়েছে। ধর্ম, জাতি এবং ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এখানে কোন মতবিরোধ নেই। একজন অমুসলমান হিসেবে এ বিষয়টি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেসিডোনিয়া থেকে আগত আরেক অতিথি বলেন, জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছি আর সবকিছুই আমার জন্য নতুন ছিল। ইসলামে যে এমন জামা'তও আছে তা আমার জানা ছিল না। জলসায় অংশগ্রহণের পর জ্ঞানগত দিক থেকে আমি নিজেকে অনেক ভালো অবস্থানে পাচ্ছি। আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার সমধিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি এই জামা'তেরই অংশ। এত বড় জনসমাগম আর সবার চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা, এটি অনেক বড় একটি কাজ। পরে তার সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আপনার কাছ থেকে যা শুনেছি, সে বিষয়ে আমি অভিনিবেশ করব, আমাদের এবং আহমদীদের মাঝে কী পার্থক্য? তার প্রশ্ন এটিই ছিল যে, আহমদী এবং অ-আহমদীদের মাঝে পার্থক্য কী? তিনি আরো বলেন, আপনার কাছে যা কিছু **শুনেছি তা আমার ভালো লেগেছে। জামা'তের উদ্দেশ্যে আমার বাণী হল, আমাদের দেশ** এবং অন্যান্য দেশ, যেখানে জামা'ত নেই, সেখানে আহমদীয়া জামা'তের মুবাল্লিগ পাঠানো উচিত, যারা সেখানে গিয়ে মানুষকে আহমদীয়াত সম্পর্কে অবহিত করবে। আর এই দাবি বা চাহিদা বিচ্ছিন্ন নয় বরং অনেক দেশ থেকেই এই চাহিদা এসে থাকে।

মেসিডোনিয়ার প্রতিনিধি দলের আরেকজন সদস্য হলেন, দ্রাগান (Dragan) সাহেব। তিনি বলেন, এই প্রথমবার মুসলমানদেরকে এত কাছ থেকে জানা ও বুঝার সুযোগ হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছি। এখানে মুসলমানরা আমাদেরকে এমনভাবে স্বাগত জানিয়েছে, যেন তারা আজন্ম আমাকে চিনে।

বসনিয়ার এক ব্যক্তি বলেন, পূর্বে জামা'তের সাথে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল না কিন্তু **আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সাথে সাক্ষাতের পর তার মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে**। আর জামা'তের জন্য, বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ্‌র জন্য তার হৃদয়ে শ্রদ্ধাবোধ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুইডেন থেকে একটি রাশিয়ান পরিবার এসেছিল। তাদের অপর এক বন্ধু ছিলেন আইতুরে সাহেব। তিনিও স্বপরিবারে জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন কিন্তু আমার সাথে সাক্ষাৎ হয় নি। আমার সাথে সাক্ষাতের পর তিনি খুবই আবেগ প্রবণ ও উচ্ছ্বসিত

ছিলেন আর বার বার বলেন, ব্যস্ততার কারণে আমার আশঙ্কা ছিল, হয়তোবা সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু সেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মুরব্বী সাহেব লিখেন, আসার পথে প্রতি দু'ঘণ্টা পর পর তিনি যাত্রা বিরতির অনুরোধ করতেন যেন পা কিছুটা সোজা করে ব্যথা দূর করা যায় কিন্তু ফেরার পথে কোন বিরতি ছাড়াই ১৭ ঘণ্টা সফর করেছেন। ঘরে পৌঁছে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ফেরার পথে রাস্তায় আপনি কোন যাত্রা বিরতি নেন নি কেন? **তিনি বলেন, এটি জলসার কল্যাণ**। আমি বুঝতেই পারি নি, আমার পায়ে কোন কষ্ট ছিল।

অপর একটি প্রতিনিধি দল ছিল ক্রোয়েশিয়ান। তাদের এক সদস্য জোসিপা (Josipa) সাহেব বলেন, বার্ষিক জলসায় আসার পূর্বে জামা'তের বর্তমান নেতার পুস্তক 'World crisis and the pathway to peace' পড়েছি। একইভাবে ২০১৪-১৫ সনে শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত খলীফাতুল মসীহ্‌র দু'টি বক্তৃতাও আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আমার ধারণা ছিল, জামা'তের নেতা কোন কোন বিষয়ে কঠোর মনোভাব রাখেন এবং কঠোর প্রকৃতির হবেন **কিন্তু সাক্ষাতের পর এই ধারণা দূর হয়**। এরপর তিনি জামা'ত সম্পর্কে আরো গবেষণা আরম্ভ করেন।

হাঙ্গেরির এক বন্ধু মেযেই (Mezei) সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। এখন হাঙ্গেরির এক বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রীর নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে, এর মাধ্যমে তিনি মানব সেবার কাজ করেন। তিনি খ্রিষ্ট-ধর্মের অনুসারী। তিনি তার আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, ছোট বড় সবাই পরস্পরকে সালাম দিচ্ছিল এবং ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করছিল। এদের ভাষাতো বুঝতে পারি নি কিন্তু তাদের চেহারার অভিব্যক্তি থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে, এরা প্রেম-প্রীতি বিতরণ করছে। আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখেছি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে কোথাও আমি এমন দৃশ্য দেখি নি। আমার উপর এই জলসার এক বিস্ময়কর প্রভাব পড়েছে। নিশ্চয় আমি আমার বন্ধু এবং পরিচিতদেরকে আহমদীয়া জামা'তের জলসা সম্পর্কে অবহিত করব।

এরপর হাঙ্গেরির আরেকজন হলেন, গ্যাবর পিটার (Gabor Peter) সাহেব। তিনি ইহুদী ধর্মের অনুসারী, তার সম্পর্কে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে তার সাথে যখন ইসলাম ও ইহুদী মতবাদ সম্পর্কে কথা হত, তখন প্রায়শ তিনি কুটতর্কও করতেন। কিন্তু তার সাথে যখন আমার (অর্থাৎ হুযূরের) সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বলেন, Love for all, hatred for none (অর্থাৎ ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে)-এই বাণীর উপর আপনারা শুধু বিশ্বাসই স্থাপন করেন না, বরং আমি দেখেছি, আপনারা এই ব্রতের উপর আমলও করেন। তিনি আরো বলেন, হাঙ্গেরিতে যে কোন বিষয়ে জামা'তের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি সহযোগিতা করবেন। **অতএব, এসব হল সেই পরিবর্তন, যা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন**।

হাঙ্গেরি থেকে আগত প্রতিনিধি দলের মাঝে এক বন্ধুর নাম হল ইসমাঈল সাহেব। তিনি বুরকিনাফাঁসোর নাগরিক, কিন্তু হাঙ্গেরিতে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তার দু'কন্যারও তার সাথে জলসায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল। তার স্ত্রী হাঙ্গেরিয়ান। তার স্ত্রী বলেন, মেয়েদেরকে আমি পৃথকভাবে যেতে দিব না। জানি না, কোন্ মুসলমানদের কাছে তুমি যাচ্ছ। তাই মেয়েদের নানী সাথে আসেন। এখানে এসে তার উপর যে প্রভাব পড়ার ছিল তা তো পড়েছেই। প্রথমে জলসার বিভিন্ন কার্যক্রম তিনি দেখেছেন। সেইসাথে One community, one leader প্রামান্যচিত্রটিও তাকে দেখানো হয়। তার উপর এরও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জলসা গাহে পৌঁছার পূর্বেই তিনি বলেন, মাথা ঢাকার জন্য কিছুই আনি নি। যাহোক, সঙ্গী মহিলাদের কাছ থেকে স্কার্ফ বা ওড়না চেয়ে নেন এবং মাথা ঢাকেন। আমার সাথে সাক্ষাতের সময় আবেগাপ্লুত ছিলেন এবং বলেন, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ দেখছি। আমাদের যে সংকোচ ছিল তা পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে।

এরপর জার্মানিতে সোলায়মান সাহেব নামে এক বন্ধু রয়েছেন। সেন্ট্রাল রিপাবলিক অফ আফ্রিকার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা। তিনি বলেন, জলসার আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার পর আমার ধারণা ছিল যে, পঞ্চাশ বা একশ' মানুষের কোন তবলীগি অধিবেশন হবে, কিছু আলোচনা হবে, এরপর পানাহার হবে, এরপর সবাই যার যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু এখানে আসার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে। জলসার বিভিন্ন দৃশ্যের জাদু থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি। এখানকার প্রতিটি জিনিস জাদুকরী। আর আপনাদের তবলীগ করার ধরনই স্বতন্ত্র। যদি এভাবে তবলীগ করা হয়, তাহলে দুর্ভাগা ছাড়া আর কে একে অস্বীকার করবে।

মন্টিনিগ্রো থেকে আগত এক ব্যক্তি রাগেব সাপতাফি (Ragip Shaptafi) সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছি এবং ব্যবস্থাপনা দেখেছি। এক কথায়, সব কিছুই অসাধারণ ছিল।

অনুরূপভাবে, রাগেব সাহেব আরো বলেন, মন্টিনিগ্রোতে মুসলমানদের মাঝে সাধারণভাবে একথাই প্রচলিত আছে যে, আহমদীয়া জামা'ত নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে মানে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জামা'তকে কাছে থেকে দেখে, তার সামনে তাৎক্ষণিকভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মৌলভীরা সেখানে যা রটনা করে রেখেছে, তা ডাহা মিথ্যা।

এরপর বেলজিয়ামে বসবাসকারী মরক্কোর এক বন্ধু বলেন, আমি আমার আবেগ বা অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এখানকার আধ্যাত্মিক দৃশ্য আমার হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করেছে। ইসলামের প্রকৃত চিত্র আমি এখানে দেখেছি। তিনি বলেন, খলীফাকে দেখে এবং তাঁর বক্তৃতাগুলো শুনে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও এমন বয়আত করার তৌফিক দিন, যাতে আমি ধর্মেরও সেবক হতে পারি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীও পৃথিবীময় প্রচার করতে পারি।

একজন জার্মান বন্ধু হেইকো ফ্রাঙ্কেল (Heiko Fahnicke) সাহেব বলেন, আহমদীয়াত সম্পর্কে জানার এটি আমার প্রথম সুযোগ ছিল। এরপর আমার (অর্থাৎ হুযূর) সম্পর্কে তিনি বলেন, ইনি যা-ই বলেছেন, সত্য কথা বলেছেন। সমগ্র মানবজাতি যদি একথা মেনে চলে, তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার লাভ করবে। আমি এখানে আশাতীতভাবে ইসলাম সম্পর্কে শিখেছি আর আমি সত্যিই উপভোগ করেছি।

ফ্রান্সের একজন নবাগত আহমদী আনলী আনফান (Anly Anfane) সাহেব কমুরোয দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মুসলমান ছিলাম, কিন্তু অবিচলতা ছিল না। গতকাল খলীফাতুল মসীহ্‌র পিছনে জুমুআ পড়ে আমি অনেক উপভোগ করেছি। জীবনে প্রথমবার নামাযে চোখের পানি ঝরেছে। জামা'তভুক্ত হওয়ার পূর্বে আমার সব কাজ আটকে পড়েছিল। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর সব কিছু সহজ হয়ে গেছে আর প্রতিদিন খোদা তা'লার নিদর্শন দেখছি।

এডগ্রোস (Edgaras) নামের এক ছাত্র বলেন, এখানে আসার পূর্বে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে ইসলাম সম্পর্কে আমার মাথায় অনেক ভ্রান্ত ধারণা দানা বেঁধে ছিল। কিন্তু এখানে বক্তৃতাদি এবং জলসার অনুষ্ঠান দেখে সবকিছু পৃথক মনে হয়েছে। মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল। সত্যিকার ইসলাম আজকে আমি আপনাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

একইভাবে, আরো অনেকের অভিব্যক্তি এবং মতামত রয়েছে। লিথুনিয়া থেকে আগত একজন উকিল বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি সত্যিই প্রভাবিত হয়েছি। আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনেছি। ইসলাম সম্পর্কে এটি আমার নতুন অভিজ্ঞতা। এখানে এসে আমি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার জ্ঞান লাভ করেছি। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর একজন উকিল হিসেবে এখন থেকে লিথুনিয়ায় আপনাদের জামা'তের কার্যক্রমে (activities) আইনগতভাবে পুরোপুরি সহযোগিতা করব এবং সঙ্গ দিব।

বসনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক ব্যক্তি বলেন, **খলীফাতুল মসীহ্ এক জীবন্ত খোদার ধারণা তুলে ধরেছেন। এখন একমাত্র** আহমদীয়া জামা'তই সেই জামা'ত, যারা দাবি করে আর দেখিয়েও দেয় যে, খোদা তা'লা আজও জীবিত। আর একথা তিনি খুব সহজবোধ্য শব্দে ও উত্তমভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। অপর এক ব্যক্তি আছেন, যিনি জার্মানি ও বেলজিয়ামের সীমান্তে থাকেন। তিনি পূর্ব থেকেই মুসলমান। তিনি বলেন, জার্মানির জলসায় যোগদানের পূর্বে ধর্ম এবং জামা'তকে ততটা গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার আবেগ-অনুভূতির অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে জামা'তকে আমি গুরুত্ব দিতাম না, সেই জামা'তই আমাকে আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন বার্ষিক জলসা আকারে উপহার দিয়েছে। এরপর তিনি তার এক দীর্ঘ স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করেন।

একইভাবে, এক নবাগত জার্মান আহমদী প্যাট্রিক (Patrick) সাহেব বলেন, আজ বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি আর এর কারণ হল, জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তব্য (যা ইংরেজিতে হয়)। **আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফতের মাধ্যমে আমি সত্যিকার ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি।** আমার হৃদয় এখন ভালোবাসা এবং জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত।

এরপর আব্দুল্লাহ্ সাহেব, যিনি একজন সিরিয়ান, তার পিতা কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি তার পিতার সাথে রাশিয়াতে বসবাস করতেন, কিন্তু এখন পড়াশোনার উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে অবস্থান করছেন। তিনি তার পিতার মাধ্যমে জামা'তের সংবাদ পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু তখনও বয়আত করেন নি। জলসায় অংশগ্রহণের পর যদিও জলসার পূর্বে প্রতিদিন মুবাল্লিগ সাহেবের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর হত কিন্তু তিনি মানতে পারছিলেন না। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, এখন একমাত্র পথ হল, দোয়া। আপনি দোয়া করুন। তিনি বলেন, আমি দোয়াও করি। তাকে বলা হয়, আপনি বিগলিত চিত্তে আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করুন যেন খোদা আপনাকে সঠিক পথের দিশা দেন। জলসার দ্বিতীয় দিন আমার যে বক্তৃতা ছিল এর পর অতিথিদের সাথে তবলীগি অধিবেশন হয়। তাতে তিনি ছিলেন কি-না জানি না, কিন্তু জলসার দ্বিতীয় দিন তিনি আমার বক্তৃতা শোনেন। আর সেদিনই মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, পবিত্র কুরআন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার শুধু একটি প্রমাণ আমার সামনে উপস্থাপন করুন। মুবাল্লিগ সাহেব তার সামনে প্রমাণ তুলে ধরেন এবং কতক ভবিষ্যদ্বাণী আর জামা'তের উন্নতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমি বয়আত করতে চাই, কেননা, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং বলেন, রাতে খোদা তা'লার কাছে বিগলিত চিত্তে আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করি। রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্বপ্নে দেখি, বড় দেওয়ালে উজ্জ্বল অক্ষরে **'আল্ আহমদীয়া' লেখা আছে এবং তা থেকে অসাধারণভাবে আলো প্রস্ফুটিত হচ্ছে**। একইভাবে জার্মানদের উদ্দেশ্যে আমি যখন বক্তব্য দিচ্ছিলাম, সেই বক্তৃতা চলাকালেই তিনি বলেন, আমি মনে মনে নিদর্শন চেয়েছি আর সেই বক্তৃতা চলাকালেই আমার হৃদয়ে বাসনা জাগে, হায়! আমি যদি এখন খলীফাতুল মসীহ্‌র সান্নিধ্যে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতাম। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পর আমার মনে হয় যেন এক মুহূর্তের জন্য আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আর দেখি, আমি মঞ্চে খলীফাতুল মসীহ্‌র পাশে দাঁড়িয়ে আছি। এরপর আমার সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি শুধু আত্মিক প্রশান্তির জন্য প্রমাণ চেয়েছি, নতুবা সত্যিকার অর্থে দোয়ার পর এবং এই স্বপ্নের পর আমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বয়আত করেন।

অনুরূপভাবে, আলজেরিয়ার এক বন্ধু বলেন, প্রত্যেকবার জলসায় যোগদান আমার ঈমানে অশেষ উন্নতির কারণ হয় আর প্রত্যেকবার খোদা তা'লার অগণিত সাহায্যের দৃশ্য দেখি। **জলসায় আমি অনুভব করি, আমি যেন জান্নাতে আছি**। এখানে ভাষা, স্বভাব এবং জাতিগত পার্থক্য থাকা

সত্ত্বেও চতুর্দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম-এর ধ্বনি জান্নাতীদের সম্পর্কে খোদা তা'লার বাণী تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ-কে স্মরণ করায়।

ইতালি থেকে আগত একজন খ্রিষ্টান অতিথি বলেন, ইতালির একটি সংগঠন Religion for peace (অর্থাৎ শান্তির জন্য ধর্ম)-এর তিনি সাধারণ সম্পাদক। ভ্যাটিকান সিটিতে তার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। এছাড়া ক্যাথলিক ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন বই-পুস্তকও লিখেছেন। তিনি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ফিরে গেছেন, বরং ইতালি ফিরে গিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার নিজস্ব পত্রিকা আছে, আর এর পাঠক সংখ্যাও হাজার হাজার। তিনি বলেন, প্রবন্ধে আমি লিখেছি, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, জলসা সালানার দৃশ্য ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। বড় বড় অক্ষরে লেখা বাণী **"ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে"** এর উপর যখন মানুষের দৃষ্টি পড়ে, তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এরা কি সত্যিই মুসলমান? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা সত্যিই মুসলমান। জলসার পরিবেশে ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং একাত্মতাপূর্ণ আবহ বিরাজ করছিল। আমি নিজ চোখে দেখেছি, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত হাজার হাজার যুবক, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা এবং পরিবার একটি অতি সুশৃঙ্খল জামা'তের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, সেখানে শত-শত মানুষ বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করছে, বরং যে ব্যক্তি আমাকে গাড়িতে করে জলসায় নিয়ে যেত, সে আমাকে বলে, সে এই জলসার জন্য তার কর্মস্থল থেকে বিনা বেতনে দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। আর আমার (অর্থাৎ হুযূর) সম্পর্কে বলেন, তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় আমি সত্যিই প্রভাবিত হয়েছি। এগুলো সঠিক পথের দিশারী ছিল। তাঁর বক্তব্যে প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ আর ঐক্য এবং একতার সমাহার ছিল। মোটকথা, সবিস্তারে একটি প্রবন্ধ তিনি সেখানে ছেপেছেন।

একজন সিরিয়ান ডাক্তার জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, এমন সুশৃঙ্খল সংগঠন আমি আমার সারা জীবনে কোথাও দেখি নি। আমরা ৬ জনকেও সামলাতে পারি না, কিন্তু এখানে ৪০ হাজারের মত মানুষ সমবেত, অথচ কোন হুড়োহুড়ি বা ধাক্কাধাক্কি নেই। আমি আন্তরিকভাবে হযরত মির্যা সাহেব এবং **আপনাদের খলীফাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি**। তিনি বলেন, আমি 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' আগাগোড়া পড়েছি। আল্লাহ্ তা'লার কসম! ঊনবিংশ শতাব্দিতে আরবে বা অন্য কোন দেশে ইসলামের প্রতিরক্ষায় এমন কোন পুস্তক আগে লেখা হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তার বক্ষ উন্মোচিত করুন এবং সত্য গ্রহণের তৌফিক দিন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় জলসার কল্যাণ ও আশিস অসাধারণ হয়ে থাকে। অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করে। আমি খুব অল্পই বর্ণনা করেছি এবং যা বর্ণনা করেছি, তা-ও সারসংক্ষেপ স্বরূপ তুলে ধরেছি।

অনুরূপভাবে, কতক অতিথি তাদের কিছু সংকোচ বা রিজার্ভেশনের কথাও বর্ণনা করেছেন। ভালো দিক তো তারা বর্ণনা করেই থাকে, কিন্তু কোন এমন বিষয়, যার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত, সেদিকে অতিথিরা লজ্জাবোধের কারণে মনোযোগ আকর্ষণ করেন না। কিন্তু এখানে দু'জন মহিলা এমনও ছিলেন। তাদের একজন ছিলেন আলবেনিয়ান, যিনি এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, মহিলাদের মাঝে আমি দেখেছি, তরকারি এবং রুটি অনেক বেশি নষ্ট হচ্ছিল। অনেক সুনাম রয়েছে, তাই এই দুর্বলতাকেও দূর করার চেষ্টা করা উচিত। অতএব, জার্মানির ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে লাজনাদের উচিত, যারা খাচ্ছেন, বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে বলুন, তরকারি এবং রুটি যেন নষ্ট না করে।

অনুরূপভাবে, মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক মহিলা আবাসস্থল সম্পর্কে বলেন, আবাসস্থল অনেক দূরে ছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হতো। ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। জার্মানির ব্যবস্থাপকদের উচিত হবে, কাছাকাছি কোন স্থানে এমন লোকদের আবাসনের ব্যবস্থা করা।

অনুরূপভাবে, বার্ষিক জলসার অফিসারও কিছু বিষয় নোট করেছেন। আর নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিজেরাই নোট করা আসলে উন্নতিতে ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতে এদিকেও দৃষ্টি দেয়া উচিত। এর মাঝে একটি হল, আবর্জনা ফেলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি মানুষের উদাসীনতা। ভবিষ্যতে এ দিকেও সদস্যদের মনোযোগ দেয়া উচিত। পরিচ্ছন্নতার প্রতি একে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। খাবার সর্ম্পকেও অনেকেই বলেছেন, অথচ অতিথিশালায় এক ধরনের খাবারই রান্না করা সম্ভব হয়। কেউ কেউ আপত্তি করেছেন, পাস্তা, ইত্যাদি নেই, এগুলো থাকা উচিত। এখানে মূলত আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ার জন্যই আহমদীরা আসে। তাই আহমদীদের এমন কথা বলা উচিত নয়। যে খাবারই পাওয়া যায়, তা খেয়ে নেয়া উচিত। আর এভাবেই হবে এবং এক ধরনের খাবারই রান্না হবে।

অনেক সময় অনেক কর্মী কোন কোন বিষয়ে কঠোর হন, যার ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কারো যদি সত্যিই কোন প্রয়োজন থাকে, আর তা যদি বৈধ প্রয়োজন হয়, তাহলে সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়েও সম্ভব হলে তার চাহিদা পূরণ করা উচিত। কর্মীদের সর্বদা নম্র আচরণ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করা উচিত।

যাহোক, সামগ্রিকভাবে এবারের বার্ষিক জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো ছিল। অফিসার জলসা সালানা এবং তার টিম বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক ভালো কাজ করেছেন। বড় ব্যবস্থাপনায় ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেই যায়। সেগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন। তাহলে ভবিষ্যতে আরো ভালো হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা সব কর্মীকে উত্তম প্রতিদান দিন, যারা অনেক কষ্ট করে কাজ করেছেন, যদিও আশাতীত সংখ্যায় অতিথিরা এসেছিলেন। তাদের জন্য বিছানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এক রাতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী দিন খুব সুন্দরভাবে এর সমাধান করা হয়।

এছাড়া, গত বছর সাউন্ড সিস্টেমের যেসব দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, তাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবার দূর হয়েছে। যাহোক, যেভাবে আমি কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া আমার এই সফরে কয়েকটি মসজিদও উদ্বোধন করা হয়। সংক্ষেপে তা-ও বলে দিচ্ছি। 'আখেন' এ মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। আখেন শহরের একজন বাসিন্দা সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দু'তিন বছর পূর্বে আমি ইউরোপিয়ান সংসদেও খলীফাতুল মসীহ্র বক্তব্য শুনেছি। আর এখানে সত্যিকার অর্থে এটি দেখার জন্য এবং তুলনা করার জন্য এসেছি যে, আপনাদের খলীফা কী শুধু বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষের সামনে এবং ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মেই শান্তির শিক্ষা উপস্থাপন করেন, নাকি অন্যান্য ছোট-খাট অনুষ্ঠানেও, যেখানে কম ক্ষমতাধর মানুষ উপস্থিত থাকে–সেখানেও শান্তির কথা উপস্থাপন করেন। তিনি দেখছিলেন, কোন দ্বৈতনীতি নেই তো। অতএব, আজ আমি খলীফার বক্তব্য শুনেছি। তিনি সে শিক্ষাই উপস্থাপন করেছেন, যা ইউরোপিয়ান সংসদে তুলে ধরেছিলেন। তিনি সবাইকে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহনশীলতা, ধৈর্য প্রদর্শন, আত্মবিশ্বাস দেখানো এবং পরস্পরের প্রতি উত্তম আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর এসব কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অনুরূপভাবে, শহরের মেয়র মহোদয় এবং অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই নিজেদের মতামত এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। এছাড়া হেসেন (Hessen) প্রদেশের হানাও-এ 'বাইতুল ওয়াহেদ' মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে জেলা প্রশাসক, যিনি একজন সাংসদও, তিনি নিজের অভিব্যক্তি ও মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা আমাদের উপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তিনি অমুসলমান নাগরিকদের সরাসরি সম্বোধন করেছেন এবং সব মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, তারা সবাই এক খোদার বান্দা, তাই সবার আত্মসম্মানবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। আর শান্তির পথ অনুসরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। তিনি বলেন, এই বক্তৃতা ইন্টারনেটেও দেয়া উচিত। এসব বলার পর তিনি তখনই সেখানে বক্তৃতার কপি সরবরাহেরও অনুরোধ করেন।

জার্মানির একজন মহিলা সাংসদ বলেন, এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আজ আমি খুবই আনন্দিত। ইতোপূর্বে 'ফ্লোরেস হায়েম' শহরের মসজিদ উদ্বোধনের সময়ও উপস্থিত ছিলাম। আজকাল ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন আশঙ্কার কথা শোনা যায়, তাই আমাদের সম্মিলিতভাবে শান্তির এই বাণী দেয়া উচিত। আজকে এখানে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ নির্মাণ ঘোষণা দিচ্ছে যে, আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই। আর এ মসজিদ এ কথাও স্পষ্ট ঘোষণা করছে যে, এটি আহমদীদেরও দেশ।

আরো অনেক মতামত বা অভিব্যক্তি রয়েছে। একজন অতিথি বলেন, আমার জন্য ইসলাম সম্বন্ধে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন ছিল। **কিন্তু আজ খলীফাতুল মসীহ্ যে ইসলাম উপস্থাপন করেছেন এই ইসলাম দেখে** আমার মনে হয় ইসলাম এমন ধর্ম যা শান্তি এবং দয়ার শিক্ষা দেয়। আর ইসলামের এই চিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ।

একজন প্রকৌশলী মসজিদ নির্মাণে কাজ করেছেন। তিনি আমার সম্বন্ধে বলেন, তিনি যত কথা বলেছেন, আমি সেগুলোর সাথে ষোলআনা একমত। তিনি একথাও বলেছেন যে, আমার ধারণা ছিল, এই অনুষ্ঠান গির্জার অনুষ্ঠানমালার মতই হবে, যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিকতাই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এটি খুবই সাদামাটা অথচ অতি উন্নত মানের একটি অনুষ্ঠান ছিল।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এসব অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৮৮টি সংবাদ ছেপেছে। একইভাবে ৮টি রেডিও এবং ৪টি টেলিভিশন চ্যানেলে খবর প্রচার করা হয়েছে। এসব পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে মোট একশ' ছয় বা সাত মিলিয়ন মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। জলসা সালানা জার্মানির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মোট ৩৬টি সংবাদ প্রকাশ করেছে। আর বলা হয়, এসব পত্র-পত্রিকার মোট পাঠক সংখ্যা ৩২ মিলিয়নের কাছাকাছি। জলসার প্রেক্ষাপটে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রেডিও চ্যানেলও সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের এই রেডিও চ্যানেলগুলো খুবই জনপ্রিয়। একইভাবে, চারটি ভিন্ন ভিন্ন টিভি চ্যানেলও জলসা সালানার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। এছাড়া জলসার শেষ দিন একজন মহিলা সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন, যা দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'পর্বে প্রচার করা হবে। এটি জার্মানির সবচেয়ে বড় অনলাইন পত্রিকা। তাদের প্রচার সংখ্যা সাড়ে সতেরো মিলিয়নেরও বেশি। এক কথায়, উভয় সংবাদের প্রচার সংখ্যা মোট ৩৪ মিলিয়ন হবে।

এছাড়া, মসজিদ উদ্বোধনের বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মোট পঞ্চাশটির মত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রিকার মোট পাঠক সংখ্যা প্রায় ৬২ মিলিয়ন। দু'টো রেডিও চ্যানেল হানাও-এর 'বাইতুল ওয়াহেদ' মসজিদ উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে সংবাদ প্রচার করেছে। এছাড়া জার্মানির প্রসিদ্ধ টিভি চ্যানেল RTL-ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। আর সে দিনই সন্ধ্যায় দু'মিনিট তেইশ সেকেন্ডের একটি সংবাদ প্রচার করা হয়।

এরপর তিনটি পত্রিকায় আখেন মসজিদের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার স্থানীয় পত্রিকার মোট পাঠক সংখ্যা এক লক্ষ ষোল হাজার। এছাড়া একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানকার পত্র-পত্রিকায়ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মোট পাঠক সংখ্যা ছয় মিলিয়ন বলা হয়ে থাকে।

ফিশটা'য় (Vechta) মসজিদের উদ্বোধন ছিল। পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে চারটি সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এসব পত্রিকার মোট পাঠক সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ। সেখানকার একটি স্থানীয় পত্রিকার নাম

হল, দি সাইট (Die Zeit)। সেই পত্রিকায় আমার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যা ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়। গড়ে পাঁচ লক্ষ সংখ্যায় বিক্রি হয় আর এর পাঠক সংখ্যা দেড় মিলিয়ন বলা হয়। অনুরূপভাবে যারা ইন্টারনেটে এই পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ পড়ে তাদের সংখ্যা পাঁচ মিলিয়নের কাছাকাছি। একজন আহমদী সাংবাদিক এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন আহমদীরাও প্রচার মাধ্যমে আসছে আর ইসলামের সত্যিকার বাণী এভাবে পৌঁছাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে বরকত দিন।

অতএব, বার্ষিক জলসা একদিকে নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক এবং তরবীয়তি উন্নতির কারণ হয়, আর এ বিষয়ে জামা'তের বন্ধুরা এবং মহিলারা নিজেদের পত্রে আমাকে অবহিতও করেন, অপরদিকে অ-আহমদীদের সামনেও ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যম হয়, আর এর ফলে বয়আতও হয়। ব্যবস্থাপকদের জানা মতে অনেক এমন মানুষ যারা পূর্বে বয়আতের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তারা আমার সাথে সাক্ষাৎ এবং বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর বয়আতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যে কৃপা, অনুগ্রহ এবং নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, এর কোন্ কোন্টির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব! আল্লাহ্ তা'লা করুন, এখন জামা'তগুলো যেন এসব অনুগ্রহ বৃথা যেতে না দেয়, এবং যারা নতুন বয়আত করেছে, তাদেরকেও সঠিকভাবে নিজেদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। আল্লাহ্ করুন, জলসার এই বরকত ও কল্যাণের গণ্ডি যেন ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে এসব কল্যাণ থেকে স্থায়ীভাবে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন, আর আমাদের সবাইকে সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করুন।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযাও পড়ব। এটি মুকার্‌রমা রশিদা বেগম সাহেবার জানাযা। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ মুহাম্মদ দ্বীন বদর সাহেবের স্ত্রী। তিনি ২০১৫ সনের ১ জুন তারিখে ৭৭ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি কর্নাটকের দেবদ্বার-এর অধিবাসী ছিলেন। প্রাথমিক তিনশ' তের জন দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত জনাব মুহাম্মদ দ্বীন বদর সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। মরহুমা নিজ সন্তান-সন্ততিকে সবসময় পুণ্য এবং তাকওয়ার সাথে জীবন যাপন করার, আর খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। দরবেশী জীবনের অসচ্ছলতা এবং পরিবার বড় হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টিতে সর্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি চারজন ছেলে এবং চারজন মেয়ে রেখে গেছেন। তার দু'ছেলে জামা'তের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। জনাব মুবাশ্বের আহমদ বদর সাহেব নায়েব সদর উমূমী এবং স্থানীয় মুরব্বী, আর জনাব তাহের আহমদ বদর সাহেব নায়েব নাযের বায়তুল মাল (খরচ) হিসেবে কর্মরত আছেন। তার এক জামাতা মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব তাহরীকে জাদীদের উকীলে আলা।

আর দ্বিতীয় জামাতা জনাব শামসুদ্দিন সাহেব মুয়াল্লিম হিসেবে জামা'তের খিদমত করছেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। কাদিয়ানের বেহেশতী মকবেরায় তিনি সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ সন্তুষ্টির জান্নাতে স্থান দিন। আল্লাহ্ তা'লা তার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকেও ধৈর্য ধারণের এবং তার গুণাবলীকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩-০৯ জুলাই, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২৭তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।